ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 075 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৫ ● কলকাতা ● ০৪ চৈত্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৯ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 234

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এমনও হতে পারে, নতুন কালচক্রের (সময়াবধির) জন্য পুত্রের জীবনে অন্য নতুন সংকট এসে যায় যা পিতার কালেও আসেনি এরকমও হতে পারে। কিন্তু কম করে পিতার জীবনের ভুলগুলো শোধরানো যেতে পারে। পিতা জেনে না-জেনে যে সব ভুল নিজের জীবনে করেছে, তা পুত্রের জীবনে না হোক এটা চায়।

ক্রমশঃ

মমতার ভূমিকায় অত্যন্ত বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপ্যাক মামলায় আবারও সুপ্রিম কোর্টের কাছে সময় চাইল রাজ্য। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়া বেঞ্চে ফের সময় চেয়ে আবেদন জানান রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাতে সলিসেটর জেনারেল তুষার মেহেতার বক্তব্য, "সময় নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।তাতে আবারও সময় চায় রাজ্য। পাল্টা ইডি কেন মামলা করেছে, তার যৌক্তিকতা কোথায়, সেই নিয়েই প্রশ্ন তোলে রাজ্য। চলতি বছরের শুরুর দিকেই কলকাতায় ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাক সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাসভবনে তল্লাশি চালায় ইডি। পরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে তাঁর অফিসেও তল্লাশি চলে। কয়লা দুর্নীতি সংক্রান্ত এই মামলায় তল্লাশি চলে। ইডি-র অভিযোগ, আইপ্যাক অফিসে তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ আধিকারিকরা ক্ষমতাবলে ঢুকে যান, তদন্তে

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

রাজ্যের আরও দুই সচিবকে ভিন্‌রাজ্যে পাঠাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে অন্য রাজ্যে ভোট-পর্যবেক্ষক করে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার পর মধ্যরাতেই মীনাকে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কমিশন।রাজ্যের অপসারিত স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে অন্য রাজ্যে ভোট-পর্যবেক্ষক করে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার পর মধ্যরাতেই মীনাকে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কমিশন। সূত্রের খবর, তাঁকে তামিলনাড়ুর একটি বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যে নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব করা হয়েছে সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে। রবিবার ভোট ঘোষণা হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যসচিবের পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীর বদলির সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসে। নন্দিনীকে সরিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে নিয়ে এসেছে কমিশন।বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের আরও দুই দফতরের সচিবকে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। পূর্ত দফতরের সচিব অন্তরা আচার্য এবং খাদ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রধান সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকিকে অন্য রাজ্যের পর্যবেক্ষক করা হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের দুই দফতরের সচিব অন্তরা এবং পারভেজ কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁরা চিঠিতে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের অন্য রাজ্যের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। ওই আধিকারিকদের বক্তব্য, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের কাজ সারা বছর ধরে চলে। এই অবস্থায় সচিবদের সরিয়ে দিলে কাজে প্রভাব পড়তে পারে। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, চিঠিতে আরও চার জন বিকল্প আধিকারিকের নাম জমা দিয়েছেন ওই দু'জন। তাঁদের আবেদন, ওই আধিকারিককে ভিন্‌রাজ্যে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হোক। ওই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক তাঁদের।

১১ জেলাশাসককে বদলের নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জেলাশাসক তথা ডিইও (জেলা নির্বাচনী আধিকারিক)-কে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সরানো হল কলকাতা পুরসভার কমিশনার এবং দক্ষিণ কলকাতার ডিইও'কেও। বুধবার সকালেই পাঁচ জায়গার ডিআইজিকে বদলি করে কমিশন। আর এহেন সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের ১১ জেলার জেলাশাসককে বদলের নির্দেশিকা জারি করল কমিশন।এদিকে যখন পুলিশ-প্রশাসনের একাধিক অফিসারকে বদলি করা হচ্ছে, অন্যদিকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসছে রাজ্যের সিইও দপ্তর। যেখানে স্পেশাল পর্যবেক্ষক, রাজ্যের ডিজিপি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক বদলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোচবিহারের জেলাশাসক হচ্ছেন জিতেন যাদব, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক হচ্ছেন সন্দীপ ঘোষ, উত্তর দিনাজপুরের

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলের 'বলির পাঁঠা' মনিরুল ইসলাম! নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে বড় ঘোষণা বিধায়কের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল 'বলির পাঁঠা 'মনিরুল! এবার কি নির্দল হয়ে লড়বেন! ফরক্কার বিধায়কের বড় ঘোষণা। বুধবার ফরাক্কা বিডিও অফিসে SIR ইস্যুতে প্রতিবাদ জানানোয় তাঁকে 'বলির পাঠা' করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মনিরুল ইসলাম। এই বিষয়ে ফরাক্কা এমএলএ ভবন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়াতেই তাঁকে ফরাক্কার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় টিকিট দেওয়া হয়নি।আবেগঘন কণ্ঠে খগেশ্বর রায় বলেন, "দুঃখে চোখে জল চলে আসছে। আমি

চারবার জিতেছি, তবুও আজ দল আমাকে অবিচার করল। আজ আমি টাকার কাছে হেরে গেলাম। নিশ্চয়ই কেউ বিপুল টাকা দিয়েছে বলেই প্রার্থী হয়েছে। যে আগে কখনও টিকিট পায়নি, তাকেই এবার প্রার্থী করা হল।" তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর সমর্থনে থাকা বহু কর্মী ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "এই পরিস্থিতিতে রাজগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী জিতবে না।"এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

তৃণমূলের 'বলির পাঁঠা' মনিরুল ইসলাম! নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে বড় ঘোষণা বিধায়কের

নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে লড়াই করার কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন মনিরুল। তবে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী ময়দানে নামবেন, সেই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানাননি। ফলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে।

এদিকে, মনিরুল ইসলাম আরও জানান, তাঁর দাদা কৌসার আলীও সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একই পরিবারের দুই সদস্যের একসঙ্গে নির্বাচনে নামা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, বিধানসভার ভোট ঘোষনা হতেই ফের মুর্শিদাবাদের ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার । মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকে ভবানীপুর এলাকায় এক ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যাই , গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ফরাক্কা থানার পুলিশ ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালায়ে ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়।

ফরাক্কা থানার আইসি অমিত মুখার্জি জানান কেও বা কারা কোনো অসৎ উদ্দেশে এই তাজা বোমা গুলো রেখে ছিলো, পুলিশ খবর পেয়ে বোমা গুলো উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনা স্থলে রয়েছে পুলিশ। যদিও পুরো বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকায় কান্নায় ভেঙে পড়েন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। টিকিট না পাওয়ার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে এই আসনে তৃণমূলের পরাজয়ের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে স্বপ্না বর্মন কে প্রার্থী মানবেন না বলে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে All India Trinamool Congress-এর অন্দরে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও অস্থিরতা। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনে খগেশ্বর রায়কে প্রার্থী করা হয়নি। সেই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ্যে সরব হন তিনি।

(২ পাতার পর)

১১ জেলাশাসককে বদলের নির্দেশ কমিশনের

জেলাশাসক বিবেক কুমার, মালদহে রাজনবীর সিং কাপুর, মুর্শিদাবাদে আর অর্জুন, নদিয়া শ্রীকান্ত পালিত, পূর্ব বর্ধমান শ্বেতা আগরওয়াল, উত্তর ২৪ পরগনায় শিল্পা গৌরিসারিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেক কুমার তিওয়ারি, দার্জিলিংয়ে হরিচন্দ্র পানিক্কর এবং আলিপুরদুয়ারে টি বালাসুব্রহ্মণ্যমকে জেলাশাসককে নিযুক্ত করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে।

এছাড়াও কলকাতা পুরসভার কমিশনার তথা ডিইও'কে এদিন সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই পদে আনা হয়েছে স্মিতা পাণ্ডেকে। বদল করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ডিইওকেও। এই পদে আনা হয়েছে রণধীর কুমারকে। অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। শুধু তাই নয়, এই আধিকারিকদের বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটের মধ্যে কাজে যোগদানের কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যে সমস্ত আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে, তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত কোনও ভোট সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

ভাঙড় কি একটু 'রিস্ক' হয়ে গেল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনৈতিক দিক থেকে চর্চায় থাকা কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম ভাঙড়। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার ভোটে লড়েই এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। এবার এখনও পর্যন্ত ওই

কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী ঘোষণা করেনি ঠিকই, তবে তৃণমূল এবার কেন্দ্র বদলে ভাঙড়ে টিকিট দিয়েছে নওশাদকে।এদের গুরুত্ব দিচ্ছি না। এদের বাদ দিয়ে ২০২৪-এ জিতেছি। আরাবুল কাইজারের সঙ্গে কর্মী নেই।" নওশাদকে 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' বলে আক্রমণ করেন শওকত মোল্লা।

এরপর ৪ পাতায়

ভোটের আগে বাংলার পুরো পুলিশ-প্রশাসনকে উল্টে-পাল্টে দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের মুখে আগেই আমলাদের বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। আর এবার ফের একবার রাজ্য পুলিশে বড় বদল। রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের ডিআইজি বদল। আগেই ডিজিপি, পাঁচ কমিশনারেটের সিপি, এডিজি আইন-শৃঙ্খলাকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। তবে শুধু ডিআইজি নয়, বদলানো হল জেলা শাসকদেরও। তেরো জন জেলাশাসককে বদল করা হয়েছে।সবটা বাংলার মানুষ দেখছেন। এটা অত্যন্ত অসম্মান জনক। এটার প্রয়োজন ছিল না। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও যোগ্য, যাঁরা ছিলেন তাঁরাও যোগ্য।" বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "যতদিন এরা প্রশাসনে ছিলেন ততদিন সরকারের হয়ে ছিলেন। সব থেকে বড় প্রমাণ হল আরজি করের তথ্য প্রমাণ লোপাট।"নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বদল হয়েছেন রায়গঞ্জের ডিআইজি রাথোর অমিত কুমার ভরত, মুর্শিদাবাদের ডিআইজি অজিত সিং যাদব, বর্ধমানের ডিআইজি শ্রীহরি পান্ডেকেও বদল করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কর প্রসাদ বাউরিকে বদলে দেওয়া হয়েছে। বদল হয়েছে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি অঞ্জলী সিং।

অপরদিকে, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, নদিয়া উত্তর কলকাতা,

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

সওকত মোল্লা ঘরে বসে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছেন': আরাবুল ইসলাম ?

আমি আবার বলছি, সওকত মোল্লা ঘরে বসে কান্নাকাটি করছেন।" আরাবুল ইসলামের নিশানায় এবার ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সওকত মোল্লা। গতকালই তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। দেখা যায়, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লাকে ভাঙড়ের প্রার্থী করা হয়েছে। কিন্তু, সওকতকে ফের ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী করার দাবি তুলে সরব হয়েছে দলীয় কর্মীদের একাংশ।এদিকে আরাবুল ইসলামের পাশে দাঁড়িয়ে সওকত মোল্লাকে আক্রমণ করেছেন কাইজার আহমেদ। সওকতের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। 'আমার অবস্থান কী, ১৯ তারিখের মধ্যে জানিয়ে দেব' বলে মন্তব্য করেন তিনি। দলীয় প্রার্থীকেই আক্রমণে তৃণমূল নেতা কাইজার। তিনি বলেন, "আরাবুলদা কী করবেন... দলের কাছে আবেদন নিবেদন করে জায়গা পাননি। দল ওঁকে গুরুত্ব দেয়নি। বাধ্য হয়ে..উনি তো রাজনীতির লোক। অনেক দিন থেকে রাজনীতি করছেন। শেষ বয়সে একটা চান্স নিয়েছেন। যে আর একবার এমএলএ হব। সেইজন্য দিয়েছে হয়তো। সওকতও তো বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দিয়েছিলেন। হেরে গেলেও বিজেপিতে চলে যাবেন। যদি সরকার চেঞ্জ হয়। এটা আমার কাছেও খবর আছে। আর কিছুদিন যাক। এক-দু'দিন যাক, তারপর আমি জানিয়ে দেব। ১৯ তারিখের মধ্যে জানিয়ে দেব আমার স্ট্যান্ড কী আছে।"তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলামকে বহিরাগত বলে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ক্যানিং পূর্ব থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়েছে। গতকাল তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই ক্যানিংয়ের জীবনতলায় বিক্ষোভ দেখান বিক্ষুব্ধরা। রাতভর রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর আজও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

এদিকে সওকতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে আরাবুল বলেন, "ভাঙড়ে এসে যদি বহিরাগত না হন, তাহলে বাহারুর কীভাবে বহিরাগত হচ্ছে ? এটা তো প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত। এই নাটকটা সওকত মোল্লা করছেন। যখন প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে, সওকত মোল্লা দেখছেন, ভাঙড়ে হার নিশ্চিত। তা জেনে অফিসে বসে কান্নাকাটি করছেন, আর দলের লোকেদের বলে দিচ্ছেন তোরা বিক্ষোভ কর, আমি যাতে ফের ক্যানিংয়ে ফিরে আসি। দলে দলে হচ্ছে। এটা সারা রাজ্যব্যাপী হচ্ছে। ক্যানিং-ভাঙড় তো দূরে যাক, সব জায়গায় হচ্ছে। আমি আবার বলছি, সওকত মোল্লা ঘরে বসে কান্নাকাটি করছেন। আমরা খবর পাচ্ছি, প্রচণ্ডভাবে কান্নাকাটি করছেন। তার মানে যাতে ভাঙড়টা আমার সরিয়ে ক্যানিংয়ে দেওয়া হয়। নৌশাদ সিদ্দিকি লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন। সওকত মোল্লা এটা জেনে গেছেন। তার সঙ্গে মানুষ নেই। তার সঙ্গে কোনও জনগণ নেই। যে ক'টা নেতা করেকম্মে খান, সেই ক'টা আছেন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশম পর্ব)

দিয়েছেন তার বেঙ্গল প্লান্টস বইতে। তার এ বইটি পড়ে এখনো এই অঞ্চলের গাছপালা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রেনের মতে, সুন্দরবন নামটি এসেছে সুঁদরী (Heritiera minore, Roxb) গাছের নাম থেকে। কিন্তু সুঁদরী গাছ হয় কেবল সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে, যা পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে,কিন্তু সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, সে অংশে প্রধান গাছ হলো গরান। ওই অংশে সুঁদরী গাছ ছিল না ,কিন্তু তবুও ওই অংশকে বলা হয়েছে সুন্দরবন। যদিও বলা উচিত ছিল, গরান বন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভাঙড় কি একটু 'রিস্ক' হয়ে গেল?

তিনি বলেন, "নওশাদ একজন ক্রিমিনাল।

ও আমাদের দলের চারটে ছেলেকে খুন করিয়েছে। নওশাদ ধর্ষণে অভিযুক্ত। কেস চলছে। নওশাদকে হারাবো। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।"মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ভাঙড় ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। বুধবার শওকত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসায় সেই জল্পনা বাড়ে আরও। এদিন অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে শওকত স্পষ্ট বললেন, "চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। ভাঙড় জিতবই।" তাঁর দাবি, অভিষেককে তিনি নিজেই ভাঙড় থেকে লড়ার কথা বলেছেন।

যেহেতু নওশাদ এই কেন্দ্রের বিধায়ক, অনুমান করা হচ্ছে, এই কেন্দ্র থেকেই এবার ফের লড়তে পারেন তিনি। তাই শওকতকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর কাছে কি ভাঙড় একটু ঝুঁকির হয়ে গেল? শওকত বলেন, "আমরা সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকি। পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি আইএসএফ। তাই এই আত্মবিশ্বাস থেকে মনে হচ্ছে, মানুষ উন্নয়নের পাশে থাকবে।" আরাবুল ইসলামের দলত্যাগকেও কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে দাবি শওকতের। ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধাক বলেন, "আরাবুল নেই, কাইজার নেই।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অগ্নির সাতটি জিহ্বা হল কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী। কালীকল্পনার কিছু ইঙ্গিত (করালী, মনোজবা, সুলোহিতা) আছে। সে যাই হোক না কেন, কালীর এই অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখে কোনও মূর্তিরূপ নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

(শেষ পর্ব)

ভারতীয় নাগরিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে বিদেশ মন্ত্রকের একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (কন্ট্রোল রুম) সর্বক্ষণ চালু রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গেও প্রয়োজনীয় সমন্বয় অব্যাহত রয়েছে।

এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় মিশন এবং কূটনৈতিক দপ্তরগুলো ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকা হেল্পলাইনগুলোর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে চলেছে। এছাড়া তারা স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে এবং নিয়মিতভাবে নির্দেশিকা জারি করছে।

ভারতীয় মিশনগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে এবং সেখানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিক ও স্বল্পমেয়াদী দর্শনার্থীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে—যার মধ্যে রয়েছে ভিসাসংক্রান্ত সহায়তা, লজিস্টিক বা আনুষঙ্গিক সহায়তা এবং ট্রানজিট বা যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিতকরণ। এই অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের সঙ্গেও প্রয়োজনীয় সমন্বয় বজায় রাখা হয়েছে।

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত, পশ্চিম এশিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রায় ২,২০,০০০ যাত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (ইউ এ ই) দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল আজ দিনের শুরুতে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল তবে তা এখন ধীরে ধীরে পুনরায় চালু হচ্ছে।

আবু ধাবি, রাস আল খাইমাহ এবং ফুজাইরাহ থেকেও ভারতীয় ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিমান সংস্থাগুলোর সীমিত সংখ্যক ফ্লাইট চলাচল করছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আজ ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ৪৫টিরও বেশি ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রীদের যথাযথ সময়সূচি জানতে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সহায়তার জন্য তাঁরা ২৪-ঘণ্টা হেল্পলাইনের মাধ্যমে আবুধাবিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কিংবা দুবাইয়ের কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সৌদি আরব ও ওমানের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে বিমান চলাচল অব্যাহত রয়েছে।

কাতারের আকাশপথ আংশিকভাবে উন্মুক্ত রয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, কাতার এয়ারওয়েজ আজ ও আগামীকাল ভারতের উদ্দেশ্যে ৩টি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কুয়েতের আকাশপথ বন্ধ রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, সৌদি আরবের আল কাইসুমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাজিরা এয়ারওয়েজের বিশেষ অনির্ধারিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটগুলো ভারতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে।

আকাশপথ বর্তমানে বন্ধ থাকায় বাহরাইন ও ইরাকে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সৌদি আরবের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট বা যাতায়াতের সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২০২৬ সালের ১৩ মার্চ ওমানের সোহর শহরে সংঘটিত হামলায় দুজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারানোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, মাস্কাটে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নিহতদের পরিবারবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট ওমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। নিহতদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দূতাবাস আহত ভারতীয় নাগরিকদের শারীরিক অবস্থার ওপরও নজর রাখছে। আহতদের কেউই বর্তমানে আশঙ্কাজনক নন।

বসরায় অবস্থিত ভারতীয় মিশনের দলটি 'সেফসি বিষ্ণু' জাহাজের ১৫ জন ভারতীয় ক্রু সদস্যকে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে । এই ক্রু সদস্যদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁরা বসরায় একটি হোটেলে রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং নিহত ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইরাকের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছে দূতাবাস।

সরকার পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, তারা পশ্চিম এশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় বজায় রেখে চলেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে এবং জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

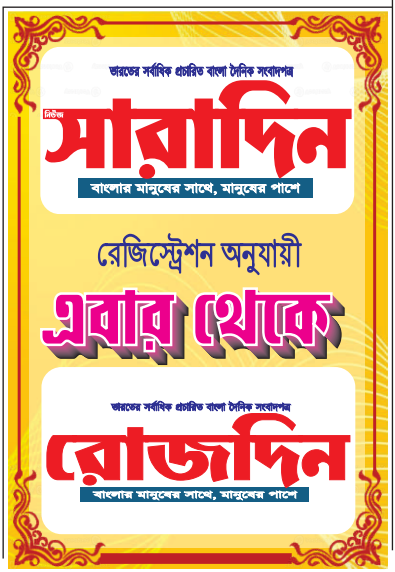

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(১ম পাতার পর)

মমতার ভূমিকায় অত্যন্ত বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট

বাধা দেন। গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসেন বলে অভিযোগয অন্যদিকে রাজ্যের দাবি ছিল, নির্বাচনের আগে সংবেদনশীল রাজনৈতিক তথ্য হাতিয়ে নিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ।" ইতিমধ্যেই রাজ্যকে যে আদালত চার সপ্তাহ সময় দিয়ে দিয়েছে, তা স্মরণ করান বিচারপতি। বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল তখন বলেন, " আমরা রিজয়েনডার জমা দিতে চাই।" সলিসেটর জেনারেলের বক্তব্য সলিসেটর জেনারেল তুষার মেহেতার বক্তব্য, " এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, যে একজন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে হস্তক্ষেপ করছেন। ৪ সপ্তাহ পরেও তাঁরা কিছু জমা দেওয়ার জন্য সময় চাইছেন।" তখন রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান সওয়াল করেন, "আমরা আমাদের বক্তব্য জমা দেওয়ার সময় পাচ্ছি না।" তাতে বিচারপতির বক্তব্য, সময় নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। কারণ ইতিমধ্যেই চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

সলিসেটর জেনারেল তুষার মেহেতা অভিযোগ করেন, "যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী জোর করে তদন্ত চলাকালীন ঢুকেছেন, তা অত্যন্ত 'আনইউজুয়াল।' এর আগে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করে ইডি। হলফনামায় ইডি-র তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়, রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতেই তল্লাশি বন্ধ করতে বাধ্য হয় ইডি অফিসাররা, হলফনামায় এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি, কোনও তদন্তকারী সংস্থা কখনওই তল্লাশি চলাকালীন কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে সেখানে প্রবেশ করতে এবং জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে না, সেটাও উল্লেখ করেইডি।

ইডি-র মামলা নিয়েই প্রশ্ন রাজ্যের রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান ইডি-র মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে সওয়াল শুরু করেন।

রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, ইডি কোনও জুরিস্টিক এনটিটি নয় এবং সেই কারণে ইডি সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও পিটিশন দাখিল করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যদি ইডির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কোনও সুযোগ না থাকে, তবে ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে করা পিটিশনটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইডি আদৌ কোনও পিটিশন দাখিল করতে পারে কি না, তা এখানে বিবেচ্য।

রাজ্য: আর্টিকেল ৩২ অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হওয়ার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার একজন নাগরিক বা ব্যক্তির থাকতে পারে অথবা একটি লিগ্যাল কর্পোরেট সংস্থার থাকতে পারে। যদি তা না হয়, তাহলে এই মামলা করা যায় না।

রাজ্য: PMLA অনুযায়ী ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়নি। যা ব্যবহার করে ইডি মামলা করতে পারেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ 300 অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার মামলা করতে পারে, কিন্তু ইডি একটি সংস্থা হিসেবে পারেনা।

অনুচ্ছেদ ১৩১ এ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোন সরকারি সংস্থা কিভাবে মামলা করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সরকার পরিচালনায় এই এক্তিয়ার বন্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যখন সরকার একটি মামলা দায়ের করে তখন অনেক দিক মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে করতে হয়। যদি কোনও সরকারি সংস্থা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংবিধানের প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়ে।কপিল সিব্বল: বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বলে ইডি তদন্তকারী অফিসারদের তদন্ত করার অধিকার বা ক্ষমতা আছে।

এখানে তাদের মৌলিক অধিকারের বিষয় আসতে পারে না। ইডি কখনই পিএমএলএ মামলায় সিবিআইকে তদন্ত করতে বলতে পারে না।বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রা:PMLA কেসে ইডি তদন্ত করছে। ওদের বক্তব্য তদন্ত চলাকালীন ইডি অফিসারদের ভয় দেখানো হয়েছে, তারা আক্রান্ত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর তারা সিবিআই তদন্ত চাইছেন।

রাজ্যের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রা বলেন, "একজন মুখ্যমন্ত্রী যেখানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি তদন্ত করছে, সেখানে বলপূর্বক ঢুকে পড়ছেন, এটা মোটেই সুখকর চিত্র নয়।

যদি আর্টিকেল ৩২ বা আর্টিকেল ২২৬ অনুযায়ী মামলা করা না যায়, তাহলে কী করা যাবে? কাল অন্য কোন মুখ্যমন্ত্রী একই কাজ করতে পারেন।" রাজ্যের তরফে তখন বলা হয়, "আমরা বলছি, কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে মামলা করতে পারে। কিন্তু কোন দপ্তর নয় বা CID বা ইডির মত সংস্থা নয়। যদি তারা করেন, তাহলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করে এ ধরনের সংস্থার ক্ষমতা এক্তিয়ার সব নতুন করে ঠিক করতে হবে।" এই মামলার পরবর্তী শুনানি পরের সপ্তাহে।

এর আগে আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল ৮ জানুয়ারির ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণ সংরক্ষণ করতে। এই প্রক্রিয়াগুলো নিশ্চিত করার জন্যও সময়ের প্রয়োজন ছিল। রাজ্যকে সময় দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন ফের শুনানি ছিল।

(৩ পাতার পর)

ভোটের আগে বাংলার পুরো পুলিশ-প্রশাসনকে উল্টে-পাল্টে দিল কমিশন

দক্ষিণ কলকাতা, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকদের বদল করা হয়েছে। আর নতুন যাঁরা এসেছেন সেই তালিকাও কার্যত চমকপ্রদ। রনধীর কুমার, স্মিতা পাণ্ডে, আর অর্জুন। এরা কমিশনের কাজ করেছেন।

এরা রোল অবজারভার ছিলেন। এদের উপরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। আর এই বদল নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, "বিজেপি এতদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করল।

এতদিন ভোট এলে সিবিআই-ইডি সকলে চলে আসত। এরপর এসআইআর করল। এই সব করে ভোটের সংখ্যা কমাল। তারপর বাংলার আইএএস-আইপিএসদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা।

সিনেমার খবর

ট্রাম্পকে 'নিজের চরকায় তেল দিতে' বললেন কমল হাসান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত ও রাশিয়ার জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকার খবরদারিতে এবার সরাসরি সংঘাতের সুর চড়ালেন অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ কমল হাসান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাকে 'নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার' পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ভারতের মতো একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ওয়াশিংটন 'নির্দেশ' দেওয়ার চেষ্টা করছে— এই বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না এই প্রবীণ অভিনেতা।

সম্প্রতি ভারতের ওপর রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে একটি ৩০ দিনের 'সাময়িক ছাড়' ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মক্কাল নিধি মাইয়াম-এর প্রতিষ্ঠাতা। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ওই খোলা চিঠিতে কমল হাসান সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে লিখেছেন যে, ভারত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। কোনো দূর বিদেশের ভূখণ্ড থেকে আসা হুকুম বা নির্দেশ পালন করার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান থাকলেই কেবল বিশ্বশান্তি সম্ভব, অন্যথায় নয়।

তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার উচিত ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলিয়ে নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ইরান ও ইসরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের জেরে উত্তাল গোটা পশ্চিম এশিয়া। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসরায়েলের হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বের তেলের জোগানে টান পড়েছে।

এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় শোধনাগারগুলোকে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য সাময়িক ৩০ দিনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার আশা, ভারত ধীরে ধীরে রুশ তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আমেরিকার কাছ থেকে তেল কেনা বাড়াবে। যদিও রাশিয়ার পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ভারত তাদের তেল কেনা কমিয়ে দিচ্ছে— এমন কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ভারত ও রাশিয়ার এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই লাভজনক এবং এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

এমন এক সংবেদনশীল সময়ে ট্রাম্পের ওপর কমল হাসানের এই আক্রমণ দেশের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। একজন গর্বিত ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ট্রাম্পের 'দাদাগিরি' মেনে না নেওয়ার যে বার্তা কমল হাসান দিয়েছেন, তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

ঘুমের মধ্যেই চলে গেলেন টালিউড অভিনেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরী আর নেই। ৯ মার্চ ভোরে রাতে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন এই অভিনেতা।

কলকাতার আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য দেবদূত ঘোষ ভারতীয় গণমাধ্যমকে তমাল রায় চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকালে গৃহপরিচারিকা তাকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে চিকিৎসককে খবর দেন। চিকিৎসক এসে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।চিকিৎসক পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেন, ভোররাতের দিকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তমাল রায় চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে টলিউডে কাজ করেছেন। তিনি থিয়েটারেও সক্রিয় ছিলেন। বড় পর্দায় তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার, চ্যালেঞ্জ, জাতিস্মর, রামধনু, চাঁদের পাহাড় এবং অ্যামাজন অভিযান। তার রঙিন অভিনয় এবং সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার তাঁকে টলিউডের একজন অমর অভিনেতার মর্যাদা দিয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদে চলচ্চিত্র ও থিয়েটার অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমেছে। বাংলা সিনেমা, টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং মঞ্চনাটকে দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় করেছেন তমাল রায় চৌধুরী। অভিনয়ের জগতে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের চরিত্রে সাবলীল অভিনয় তাকে দর্শকদের কাছে পরিচিত করে তোলে।

পর্দায় নেতিবাচক চরিত্রে তার অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তবে শুধু খলচরিত্রই নয়, ইতিবাচক চরিত্রেও সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি।

তবে এক সময় ধীরে ধীরে অভিনয় থেকে কিছুটা সরে দাড়ান তমাল রায়চৌধুরী। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই কাজ কমিয়ে দিয়েছিলেন। তার বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছিল। শুটিংয়ের কাজে দূরে যেতে হওয়ায় অনেক প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কাজ নেওয়া বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ের সুযোগও আগের তুলনায় কম পাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

'ধুরন্ধর ২'-এর ট্রেলারে রণবীরের ভয়ংকর রূপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঈদ উপলক্ষে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা অ্যাকশনধর্মী সিনেমা 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'-এর ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে। ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেক দর্শকের ধারণা, আগের পর্বের মতো এবারও বক্স অফিসে ঝড় তুলতে পারে ছবিটি।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন ভারতীয় নির্মাতা আদিত্য ধর। এর আগের পর্ব 'ধুরন্ধর' মুক্তির পর বিশ্বজুড়ে এক হাজার কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আসছে এর দ্বিতীয় পর্ব।

নতুন কিস্তিতে আবারও 'হামজা' চরিত্রে ফিরছেন অভিনেতা রণবীর সিং। গল্পে দেখা যাবে, করাচির আলোচিত এলাকা লায়ারিকে ঘিরে শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই, সহিংসতা ও প্রতিশোধের নতুন অধ্যায়। ট্রেলারে দেখা যায়, আন্ডারওয়ার্ল্ডে ধীরে ধীরে শক্ত অবস্থান তৈরি করছে হামজা। তার চরিত্রে জমে থাকা রাগ, অতীতের ক্ষত এবং ক্ষমতা দখলের প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন আর. মাধবন। তিনি 'অজয় সান্যাল' চরিত্রে হাজির হয়ে গল্পে প্রতিশোধের নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ট্রেলারে তার চোখে স্পষ্ট প্রতিশোধের আগুন দেখা যায়, যা গল্পের সংঘর্ষকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

ট্রেলারে গাড়ি ধাওয়া, বিস্ফোরণ, বন্দুকযুদ্ধ এবং অন্ধকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নানা দৃশ্য দেখা গেছে। ফলে আগের পর্বের তুলনায় এই সিনেমাটি আরও অন্ধকার ও সহিংস হতে পারে বলে ধারণা করছেন দর্শকরা।

ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ছবিটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকের মতে, এটি ২০২৬ সালের অন্যতম বড় অ্যাকশনধর্মী সিনেমা হতে পারে।

আগামী ১৯ মার্চ হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় বড় পর্দায় মুক্তি পাবে 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'।

অনিশ্চয়তায় শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান সিরিজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের সীমিত ওভারের সিরিজ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে এমন আভাস দেওয়া হয়েছে।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৩ থেকে ২৫ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল দুই দলের। তবে সাম্প্রতিক আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে সিরিজ আয়োজন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে বিমান হামলার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন দেশে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সিরিজ আয়োজনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড।

যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সিরিজ স্থগিতের ঘোষণা দেয়নি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) কিংবা শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। তবে নিরাপত্তা বিবেচনায় আপাতত সিরিজটি স্থগিত রাখার দিকেই ঝুঁকছে দুই পক্ষ।

বিকল্প ভেন্যুতে সিরিজ আয়োজনের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ব্যবস্থা করা কঠিন হওয়ায় সেই সম্ভাবনাও আপাতত অনিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে।

সূচি অনুযায়ী প্রথমে শারজাহতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হওয়ার কথা ছিল। আগামী ১৩, ১৫ ও ১৭ মার্চ তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেখানে। এরপর ২০, ২২ ও ২৫ মার্চ দুবাইয়ে হওয়ার কথা ছিল ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো।

এদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পর আফগানিস্তান দলে নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে। রশিদ খানের জায়গায় নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওপেনার ইব্রাহিম জাদরানকে। তার নেতৃত্বে এটিই হওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের প্রথম সিরিজ।

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার প্রভাব ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আরও কয়েকটি সূচিতেও পড়েছে। গত সপ্তাহে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ-২-এর ছয়টি ম্যাচ স্থগিত করতে হয়েছে, যেখানে অংশ নেওয়ার কথা ছিল নেপাল, আরব আমিরাত ও ওমানের।

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধান কোচ গ্যারি কার্স্টেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর শ্রীলঙ্কা জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার গ্যারি কার্স্টেন।

৯ মার্চ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কার্স্টেনকে দুই বছরের চুক্তিতে তাদের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।২০২৮ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রোটিয়া কোচের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

গ্যারি কার্স্টেন ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গ্যারি কার্স্টেন ভারতের প্রধান কোচ ছিলেন। তার নেতৃত্ব ধোনিরা ২০১১ সালে নিজ দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয় করেছিল। এরপর ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি তার নিজ দল দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। সম্প্রতি সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ও তিনি ক্যামেরায় ধরা পড়েন, যেখানে নামিবিয়া তাকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেছিল।

১০১টি টেস্ট এবং ১৮৫টি ওয়ানডে খেলার পর কার্স্টেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে সম্মানিত খেলোয়াড়দের একজন ছিলেন। তার কোচিং প্রোফাইলও খারাপ নয়, কারণ তিনি ভারতকে টেস্ট ক্রিকেটে এক নম্বর স্থান অর্জনে সহায়তা করেছিলেন। ২০২৪ সালের এপ্রিলে তিনি পাকিস্তানের প্রধান কোচ ছিলেন, যদিও পিসিবির সঙ্গে তাদের অনেক মতবিরোধের কারণে তার বয়স খুব একটা ভালো হয়নি।

এছাড়া কার্স্টেন আইপিএলে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং গুজরাট টাইটানস (জিটি) দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২৭ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়া আয়োজিত হবে।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ প্রকাশ করল আইসিসি

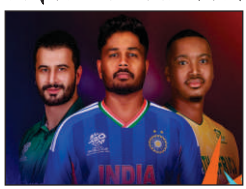

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পুরো আসরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখিয়েছে চ্যাম্পিয়ন দলের ক্রিকেটাররা। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই সমান নৈপুণ্য দেখিয়ে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি আসরসেরা একাদশেও সর্বাধিক ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছে ভারত।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ঘোষিত বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন ক্রিকেটার স্থান পেয়েছেন। তারা হলেন সঞ্জু স্যামসন, ইশান কিশান, হার্দিক পান্ডিয়া ও জসপ্রিত বুমরাহ।

টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক পাকিস্তানের ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। দুই শতকের সাহায্যে তিনি করেন ৩৮৩ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম ও লুঙ্গি এনগিদিও জায়গা পেয়েছেন সেরা একাদশে।

এ ছাড়া ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস ও আদিল রশিদ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেসন হোল্ডার এবং জিম্বাবুয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিও স্থান পেয়েছেন আসরসেরা একাদশে।

১২তম খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাডলি ভ্যান শ্যালকওয়াইক, যিনি পুরো আসরে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ:

সাহিবজাদা ফারহান, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ইশান কিশান, এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, উইল জ্যাকস, জেসন হোল্ডার, জসপ্রিত বুমরাহ, লুঙ্গি এনগিদি, আদিল রশিদ ও ব্লেসিং মুজারাবানি।

১২তম খেলোয়াড়: শ্যাডলি ভ্যান শ্যালকওয়াইক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR